তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা 15 কলাম 2

সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট পালন করছে সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

তিন দফা দাবিতে কম্পিউটার বিভাগে তালা ঝোলাল শিক্ষার্থীরা

অকৃতকার্য ৭ জনের মধ্যে শূন্য পেয়েছে একজন

তপন কুমার রায়, বেরোবি

উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল সংশোধনসহ ৩ দফা দাবিতে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা রোববার সকাল থেকে তাদের বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছে। ফলে অন্যান্য বিভাগের পরীক্ষাসহ সকল ক্লাস বন্ধ রয়েছে। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ৭ জন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য এবং একজন শিক্ষার্থীকে একটি বিষয়ে 'এফ' গ্রেড দেয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের মধ্যে শূন্য নম্বর দেয়া হয়েছে এমন কর্মকাণ্ডে প্রহসন করা হয়েছে এমন অভিযোগে এই কর্মসূচি পালন করছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষার ফল গত ৭ সেপ্টেম্বর ঘোষনা করা হয়। এতে ৭ জন পরীক্ষার্থীকে ফেল ও একজন পরীক্ষার্থী কোন নম্বর পায়নি তার ফল শূন্য দেখানো হয়েছে যা অবাস্তব বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। তারা এ ফল পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে রোববার সকালে বিভাগের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এদিকে সকাল ১০টার দিকে ওই বিভাগের শিক্ষকরা সেখানে এসে তাদের চেম্বারে যাবার চেষ্টা করলেও শিক্ষার্থীদের অব্যাহত বিক্ষোভের মুখে সেখান থেকে ফিরে যায়। এরপর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করতে গেলে তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। শিক্ষার্থীদের তাদের দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত তাদের অবস্থান ধর্মঘট চলবে। এ ব্যাপারে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একজন মেহেদী হাসান অভিযোগ করেন তিনি এর আগে যে কয়েকটি পরীক্ষা হয়েছে সবগুলোতেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। অথচ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় তাকে শূন্য নম্বর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন নম্বর দেয়া হয়নি। সে পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করে জানায় ৫০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে কি কোন নম্বরই পাইনি? এটা কোন ধরনের কর্মকাণ্ড তিনি অবিলম্বে তার পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়ন করে ফলাফল ঘোষণার দাবি জানান। এর সমাধান না হলে এই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

অন্যদিকে একই বিভাগের শিক্ষার্থী বাবুল হোসেন অভিযোগ করেন, তারা ২০১২-১৩ শিক্ষা বর্ষে ভর্তি হয়েছে এই বছরে তাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বের হবার কথা। অথচ তারা এখনও দ্বিতীয় বর্ষেই আছে। তারা প্রায় আড়াই বছরের সেশন জটের কবলে পড়ে তাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে অনিশ্চতার মধ্যে পড়েছে। এমনি অবস্থায় যদি শিক্ষকরা তাদের মনগড়া ফল প্রদান করেন তাহলে যাবে কোথায়?। তারা এ দাবিতে ইতিপূর্বে বিভাগীয় প্রধান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে লিখিত আবেদন করে তাদের দাবি জানালেও তাদের দাবি পূরণ করা হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছে বলে জানায়। সার্বিক বিষয়ে জানতে কম্পিউটার অ্যান্ড সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ ফরিদউল ইসলামের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, দুজন এক্সামিনার পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে ফল ঘোষণা করেছে এখানে তাদের করণীয় কিছু নেই বলে দাবি করেন তিনি।